

দেশ অর্থনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে ২০১৯ সালে : স্মৃতি ইরানি

স্টাফ রিপোর্টার: কুবিফেরে দেশ এগিয়ে চলেছে। এখন দেশের কৃষকরা নতুন দিশা পাচ্ছেন। কৃষির পাশাপাশি শিল্প ক্ষেত্রেও দেশ এগিয়েছে। ক্রমশ গতিতে। স্বাধীনতার পর এখন ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। দেশের আর্থিক উন্নয়নের হার এখন বিশ্বের মধ্যে ভারত উল্লেখজনক স্থানে রয়েছে।

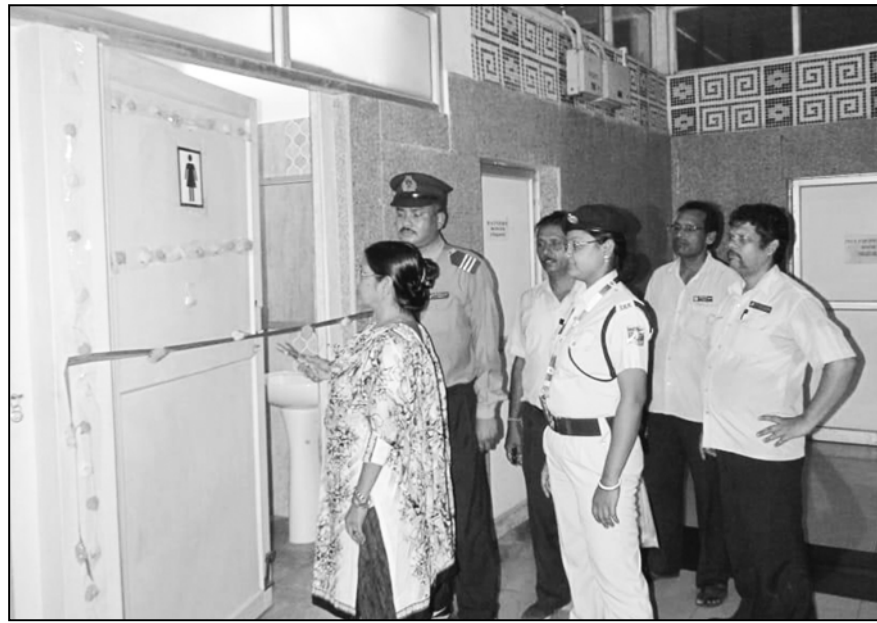
শনিবার কলকাতার একটি পাত্তার হোটেলে এমসিসিআই-এর ১১৭তম বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় বঙ্গমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি একথা বলেছেন। বণিকসভার এই অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সদস্যদের সমর্থন আদায় করে নেওয়াটাই তার মূল লক্ষ্য। আর সেই কাজে তিনি দারুণভাবে সফল হয়েছেন। সদস্যদের মন জয় করে নেওয়ার জন্য স্মৃতি ইরানি বলেছেন, আমি শুনেছি, আপনাদের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা নিয়ে আপনারা দিল্লি আসুন। আমি



কমিশনারকে বলে রাখব। প্রয়োজনে আমিও থাকব। সমস্যা সমাধান করে বস্ত্র শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের লক্ষ্য।

মন্ত্রীর এই বক্তব্য উপস্থিত বণিক বহলের সদস্যদের যে আকৃষ্ট করেছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্মৃতি ইরানি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি আর্থিক ক্ষেত্রেও এগিয়ে চলেছে। ২০১৯



স্বচ্ছ প্রসাধন দিবস উপলক্ষে শনিবার শহিদ মুদ্রিরাম এবং নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনে একটি মহিলাদের জন্য এবং একটি পুরুষদের জন্য শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হয়।

খুব শীঘ্রই বাণিজ্য স্বাভাবিক হবে আশা জিরো পয়েন্টের ব্যবসায়ীদের,

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর: ভারত-চীনের সীমান্ত বাণিজ্য। দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে ২০০৬ সালের জুলাই মাসে সিক্কিমের নাথু লা সীমান্ত দিয়ে শুরু হয়েছিল বাণিজ্য। গত বছরের জুন মাসে ডোকলাম নিয়ে দু'দেশের সেনার মধ্যে যে চাপানুতোর শুরু হয়েছিল, তার জেরে ব্যাহত হয়েছে বাণিজ্য। ডোকলাম জটিলতার পর এক বছর পাস হয়ে গেলেও, এখনও স্বাভাবিক হয়নি দু'দেশের বাণিজ্য প্রক্রিয়া। শুষ্ক দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত ২০১৬ সালে দু'দেশের মধ্যে যে পরিমাণ পণ্য আমদানি ও রফতানি হয়েছিল, তার তুলনায় ২০১৭ সালে আমদানি ৯৫ শতাংশ এবং রফতানি কমেছে ৯০ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালের চীনে পাঠানো হয়েছিল

৬৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৮ টাকার পণ্য। সেখান থেকে এপারে এসেছিল ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৮১ টাকার সামগ্রী। ডোকলাম জটিলতার জেরে গত ২০১৭ সালে আমদানি ও রফতানির সেই পরিমাণ এক ধাক্কায় কমে পাঁড়ায় যথাক্রমে ১ কোটি ২ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ এবং ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৭৫ টাকায়। শুষ্ক দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদেশের পণ্য চীনে যতটা রফতানি করা হয়, তার চেয়ে বেশি আমদানি করা হয়। কিন্তু নাথু লা সীমান্তের চিত্রটা ঠিক পণ্য আমদানি ও রফতানি হয়েছিল, তার তুলনায় ২০১৭ সালে আমদানি ৯৫ শতাংশ এবং রফতানি কমেছে ৯০ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালের চীনে পাঠানো হয়েছিল

৬৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৮ টাকার পণ্য। সেখান থেকে এপারে এসেছিল ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৮১ টাকার সামগ্রী। ডোকলাম জটিলতার জেরে গত ২০১৭ সালে আমদানি ও রফতানির সেই পরিমাণ এক ধাক্কায় কমে পাঁড়ায় যথাক্রমে ১ কোটি ২ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ এবং ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৭৫ টাকায়। শুষ্ক দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদেশের পণ্য চীনে যতটা রফতানি করা হয়, তার চেয়ে বেশি আমদানি করা হয়। কিন্তু নাথু লা সীমান্তের চিত্রটা ঠিক পণ্য আমদানি ও রফতানি হয়েছিল, তার তুলনায় ২০১৭ সালে আমদানি ৯৫ শতাংশ এবং রফতানি কমেছে ৯০ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬ সালের চীনে পাঠানো হয়েছিল

সীমান্ত থেকে ভারতীয় তৃষ্ণার সাত কিলোমিটার ভিতরে শেরাখাং হল শুষ্ক কেন্দ্রে নিজেদের পণ্য বিক্রি করতে আসেন চীনা ব্যবসায়ীরা। একইভাবে নাথু লা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে আট কিলোমিটার। ভিতরে তিব্বতের রিনচেনগাং শুষ্ক কেন্দ্রে গিয়ে পণ্য বিক্রি করতে হয় ভারতীয় বণিকদের। প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলে এই বাণিজ্য প্রক্রিয়া। সিক্কিম সরকারের শিল্প-বাণিজ্য দফতরের প্রধান সচিব উম্মুল্লাহ রাইয়ের কথায়, ডোকলামের জেরে সীমান্ত বাণিজ্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে শুষ্ক দফতরের পরিসংখ্যানেই। বাণিজ্য নিয়ে সমানভাবে আগ্রহী দু'দেশের ব্যবসায়ীরা। খুব শীঘ্রই পরিহিত স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যায়।

আমেরিকা-ইউরোপ সহ ২৭টি দেশে বাংলার দুর্গাপুজোকে ব্র্যান্ডিং করবে রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার: দুর্গাপুজোকে এবার সরকারিভাবে বিশেষ ছড়িয়ে দিতে চায় রাজ্য সরকার। চলতি বছরেই তারা ২৭টি দেশে দুর্গাপুজোর 'ব্র্যান্ডিং' করবে। সেই তালিকায় যেমন আছে আমেরিকা বা ইউরোপ, তেমনই থাকছে এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ। জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে বিপুল টাকা খরচ করা হবে। তৈরি হবে ভিডিও। গোট্টা বিষয়টি নিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কোন পথে সেই ব্র্যান্ডিং হবে, তার ব্লিফট এই সপ্তাহেই চূড়ান্ত করার

কথা পর্যটন দফতরের। পৃথিবী জুড়ে বাঙালির ঘরবাড়ি। তাই দুনিয়ার কোণে কোণে শরৎকালে সমাদর পান দেবী দুর্গাও। সেই সুবাদে ভিন্ন দেশের বাসিন্দারাও কিছুটা ছুঁয়ে দেখতে পারেন বাঙালির এই মহাপার্বণকে। কিন্তু বাংলায় বৃক পুজোর জমকালো আয়োজনের সঙ্গে তার মিল নেই কোথাও। কলকাতা তো বটেই, রাজ্য জুড়ে পুজোর যে মেজাজ, তার স্বাদ পেতে হলে আসতেই হবে বাংলার আঙিনায়। আগামনির আগে

এবার ভিনদেশি পর্যটকদের উদ্দেশ্যে সেই আগমবার্তাই পৌছে দিতে চায় রাজ্য সরকার। পুজোর নিজস্ব জীকজমকের পাশাপাশি বিসর্জনপর্বকে আরও রঙিন করতে গত কয়েক বছর ধরে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। দুর্গাপুজো কানিভাল নামের সেই আয়োজন রীতিমতো তাক লাগানো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উপস্থিত থেকে সেই অনুষ্ঠানের দেখভাল করেন। রেড রোডের সেই কানিভালে হাজার হতে দেখা গিয়েছে বিদেশিদেরও। পুজোর

সেই উদযাপনকেই এবার নতুনভাবে তুলে ধরতে চায় পর্যটন দফতর। শুধু যে টিভি মুখী বিপণনকেই তাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের হাতিয়ার করছে, তা নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে যে নামি সংস্থাগুলি প্যাকেজ টুর করায়, তাদের সঙ্গেও ইতিমধ্যেই দফতর কথা বলেছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের নিজস্ব ম্যাগাজিনেও থাকবে পুজোর বিজ্ঞাপন। বাংলার পুজোকে তুলে ধরতে যেমন আন্তর্জাতিক বিপণনে নামছে রাজ্য, তেমনই পুজোকে আবার নিজেদের

শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে বাগান তৈরি করল পূর্ব রেল

স্টাফ রিপোর্টার: যাত্রীদের চোখ এবং মনের কথা ভেবে শিয়ালদহ স্টেশনে 'উল্লস' বা 'ভাটিকাল' বাগান তৈরি করেছে পূর্ব রেল। ট্রেন বা বাস যাত্রায় ক্লান্ত যাত্রী এখান থেকে জোগাড় করে নিতে পারবেন মন ভাল করার উপাদান। গাছগুলি লাগাতে ব্যবহার করা হয়েছে টিউব বোর্ড। মাটি থেকে ১৮ ফুট উঁচুতে বোর্ডের ওপরে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার নানা রঙের গাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে এই বাগান। এটি লম্বায় ১১০ ফুট। এই বাগান তৈরিতে এক দিকে যেমন সবুজের বিষয়টি ভাবা হয়েছে, তেমনই ভাবা হয়েছে পরিবেশ থেকে দূষিত গ্যাস শোষণের বিষয়টিও। পূর্ব রেলের একটি সূত্রে জানা গেছে, বাগান তৈরির সময় এমন কিছু গাছ বাছা হয়েছে, যারা বেশি করে জলীয় বাষ্প ছাড়বে। ফলে পরিবেশে অক্সিজেনও বাড়বে। টিউব বোর্ডের মাধ্যমেই গাছে জল দেওয়া হচ্ছে বলে পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে। যেখানে টিউবের গায়ে ফুটো দিয়ে সার-মিশ্রিত জল গাছের গোড়ায় গিয়ে পড়বে। সারা বছর গাছে জল দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে বৃষ্টির জল। প্রয়োজনে পাইপ দিয়েও জল ছোটানো যাবে। বাগানে 'ব্যান্ড পাম', স্পাইডার প্ল্যান্ট, 'রবার ফ্লিগ'-সহ পরিবেশ পরিষ্কার করার কাজে লাগে এরকম বেশ কিছু গাছের ব্যবহার করা হয়েছে। শোভাবূদ্ধি করতে বাগানের মাঝে লাগানো হয়েছে মহাশূ গাছ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। বিষয়টির অভিনবদ্ব নিয়ে খুশি হয়েছেন যাত্রীরাও। তাঁদের মতে, এই জায়গাটিকে একেবারেই অন্য রকম। চারপাশে এত ধূলিকণা এবং ধোঁয়ার মাঝে এই কুলস্ত বাগানটি যেন 'মরদ্যান'।

বছরের শুরুতেই
ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর: আগামী বছরের শুরুতেই ধর্মঘট। ২০১৯-এর জানুয়ারিতেই অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (এআইবিইএ) অধীনে সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মীরাই দু'দিন ব্যাপী ধর্মঘট করতে ইউনিয়নটির প্রধান। এআইবিইএর সেক্রেটারি সি এচ বেকটচালান জানাচ্ছেন, শুক্রবার দিল্লিতে দ্য ন্যাশনাল কনভেনশন অফ ওয়ার্কার্সের নেওয়া সিদ্ধান্তের তথ্য অনুসারে ৮ ও ৯ জানুয়ারি (২০১৯ সাল) অর্থাৎ মঙ্গল এবং বুধবার এআইবিইএ-এর সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মী দুই দিনের এই ধর্মঘটে যোগ দিতে চলেছেন। ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের মিলিত উদ্যোগেই দ্য ন্যাশনাল কনভেনশন অফ ওয়ার্কার্সের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইএএনএসএর তথ্য অনুসারে, সেই প্রতিবাদের একটি অংশ হল জানুয়ারির দুই দিন ব্যাপী ধর্মঘট।

প্রচারের হাতিয়ারও করছে পৃথক পৃথক। এবার কলকাতার নির্দিষ্ট কয়েকটি ডাকসাইটে পুজো প্যাভিলনে তারা নিজেদের ব্র্যান্ডিং করবে। যারা প্যাভিলনে ঘুরে প্রতিমা দর্শন করবেন, তাঁদের জন্য থাকবে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি পর্যটন সংক্রান্ত বাড়তি তথ্য। মতুপেই থাকবেন দফতরের কর্মীরা, যারা বাংলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা পবিত্র কঙ্কণগুলির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবেন। থাকবে প্রচার-পুস্তিকাও।

ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে : জেটলি

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর: দেউলিয়া আইনবিধি, অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) ব্যবস্থা, বিমূদ্রাকরণ এবং ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে আর্থিক দক্ষতা এবং ঝুঁকি আরও ভালভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের যে বিশাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলির বার্ষিক পর্যালোচনা বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, সরকারের এই সব উদ্যোগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের কাছাকাছি হওয়া উচিত। ব্যাঙ্কগুলিকে দেশের অর্থনীতির জীবনরেখা হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, বর্ধনশীল অর্থনীতির স্বপ্নে চলিছে মোটোতে ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

দেউলিয়া আইনবিধির সর্দর্ভক প্রভাবের কথা তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী জেটলি দেশের ঋণ পুনরুদ্ধার

ট্রাইব্যুনালগুলির দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন। ঋণ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার মাধ্যমে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করা দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।



ডিএসপিআই উদ্যোগে মানব সংশোধন বিকাশ কেন্দ্রে সম্মেলনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল শনিবার।

নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমার নিয়মে ব্যাঙ্কগুলিকে ছাড় আরবিআই-এর

স্টাফ রিপোর্টার: বাধ্যতামূলক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখার নিয়মে ব্যাঙ্কগুলিকে ছাড় দিল আরবিআই। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে আরবিআই বলেছে, অনাদায়ী ঋণের শর্তাবলি বা লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও নর্মস শিথিল করা হয়েছে। তার ফলে ব্যাঙ্কগুলিকে অনাদায়ী ঋণের জন্য সরকারের কাছে যে টাকা জমা রাখতে হয় বা স্ট্যাটুটির লিকুইডিটি রেশিও রিজার্ভ (এসএসআর)—এ দুই শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। দেশের অন্যতম বড় ঋণদানকারী কোম্পানি গত মাসে ঋণ খেলাপ করার ফলে অনাদায়ী ঋণ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যদিও কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু সমস্যা মেটেনি। এর সঙ্গে বস্ত এবং টাকার দামের পতনে বিনিয়োগকারীদের কপালে চিত্তার ভীষণ আরও প্রকট হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় রফতানিতে যে শুষ্ক বৃদ্ধি করেছে সরকার তাতে বস্ত এবং মুদ্রা বাজারে লাভ হবে বলেই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বুধবার ৮.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার পর বৃহস্পতিবার ১০ বছরে বেক্ষমার্কে বৃদ্ধি ২ বেসিস পয়েন্ট পড়েছে। ডলার প্রতি টাকার দাম সামান্য উঠে এদিন হয়েছে ৭২.৪৫ টাকা। বুধবারও বা ছিল ৭২.৬৩ টাকা। কিন্তু এ বছরে এখনও পর্যন্ত ১২ শতাংশ নেমেছে টাকার দাম। তবে আরবিআই-এর এই পদক্ষেপের ফলে তারা আস্থা ফিরে পেয়েছে বলে জানিয়েছে বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি।

জেনারেল সি এচ বেকটচালান জানাচ্ছেন, শুক্রবার দিল্লিতে দ্য ন্যাশনাল কনভেনশন অফ ওয়ার্কার্সের নেওয়া সিদ্ধান্তের তথ্য অনুসারে ৮ ও ৯ জানুয়ারি (২০১৯ সাল) অর্থাৎ মঙ্গল এবং বুধবার এআইবিইএ-এর সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মী দুই দিনের এই ধর্মঘটে যোগ দিতে চলেছেন। ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের মিলিত উদ্যোগেই দ্য ন্যাশনাল কনভেনশন অফ ওয়ার্কার্সের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইএএনএসএর তথ্য অনুসারে, সেই প্রতিবাদের একটি অংশ হল জানুয়ারির দুই দিন ব্যাপী ধর্মঘট।

NIT NO.4 OF 2018-19 OF EEMDD On behalf of the Governor, West Bengal, sealed tenders are invited by the Executive Engineer, Mograhat Drainage Division from the Nonafide Outsiders for 3 Nos. of Maintenance & Repair Works in the District of South 24 Parganas . Last date of receiving application =04.10.2018 upto 2.00 P.M. Details may be had from the office of the undersigned on working days during office hours or on web site www.wbiwd.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
Mograhat Drainage Division
Barurup, South 24
parganas

NOTICE INVITING TENDER NO.-04 of 2018-19 of CDOSDI

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের আগস্ট মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের মাসিক পর্যালোচনা

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর: ২০১৮ আগস্ট মাস পর্যন্ত ভারত সরকারের মাসিক আয়-ব্যয়ের বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ১০,৭০,৮৫৯ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর) বাজেটের ৪৩.৮৫ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে ৯,৩৮,৪৬১ কোটি টাকা রাজস্ব খাতে এবং ১,৩২,২১৮ কোটি টাকা মূলধনী খাতে ব্যয় হয়েছে। রাজস্ব ব্যয়ের ২, ১৯,১১১ কোটি টাকা প্রধান সুদ প্রদান এবং ১,৭০,৬১৭ কোটি টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানের জন্য দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮-র আগস্ট পর্যন্ত ৪,৭৯,৫৬৮ কোটি টাকা (২০১৮-১৯-এর বাজেটে মোট অনুমিত আয়ের ২৬.৩৮ শতাংশ) আয় করেছে। মোট আয়ের মধ্যে ৩,৩৬,২১৬ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে কর রাজস্ব হিসাবে, ৯৮,৩৩২ সংগৃহীত হয়েছে কর বহির্ভূত রাজস্ব হিসাবে এবং ১৫,০২০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে ঋণ বহির্ভূত মূলধন হিসাবে। এই ঋণ বহির্ভূত মূলধনের মধ্যে রয়েছে ৫,৫৯৬ কোটি টাকা আদায়কৃত ঋণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলীয়করণ করে ৯,৪২৪ কোটি টাকা। এই সময়কালে ২,৬৭, ৩০২ কোটি টাকা রাজ্য সরকারগুলিকে সংগৃহীত করে অংশ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের তুলনায়

এই পরিমাণ ২৬,৩৩০ কোটি টাকা বেশি।

NOTICE INVITING QUOTATION. NO.476/DLC/RAJ2018-19

NIQ is being invited by the Assistant Labour Commissioner, Uttar Dinajpur, details of which may be had from this office Notice Board during the office hours.

Sd/-
Assistant Labour Commissioner,
Raiganj, Uttar Dinajpur.

Sealed Tenders are invited by the Sub- Divisional Officer, Calcutta Drainage Outfall Sub-Division No. -1, Jalasampad Bhawan (6th Floor), Salt Lake, Kolkata 700091 for the following works :-

1. Clearing and removing water hyacinth including solid or semi-solid compact mass and clearing jungles from ch. 16.00 to ch. 50.00 of T.H.C. upto 31st March, 2019 under Calcutta Drainage Outfall Sub-Division No.-1 under Calcutta Drainage Outfall Division during year 2018-19. Amount put to tender= Rs. 2,89,664.00 .
2. Emergent restoration of right bank of T.H.C. Channel from ch. 40.00 to ch. 41.00&ch. 46.00 to ch. 48.00 under Ward No. 57 of K.M.C. in P.S. -Tangra under Calcutta Drainage Outfall Sub Division No-1 of Calcutta Drainage Outfall Division during 2018-19. Amount put to tender= Rs. 2,90,098.00 .
3. Strengthening of Left Bank of DWF channel in between ch. 125.00 to ch. 135.00 and Right Bank in between ch. 175.00 to ch. 185.00 under CDO Sub-Divn.No.-1of Calcutta Drainage Outfall Division during 2018-19. Amount put to tender= Rs. 2,87,984.00 .
4. Emergent restoration of canal left bank of S.H.C. from ch. 233.00 to ch. 235.00 under Ward No. 108 of K.M.C. in P.S. -Anandapur under Calcutta Drainage Outfall Division during 2018-19. Amount put to tender= Rs. 2,91,341.00

Last date of Application = 03.10.2018 till 2.00 P.M. and Date of dropping and opening = 09.10.2018 and other details of this notice may be obtained from office of the undersigned.

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Calcutta Drainage Outfall
Sub-Division No. -1

IN THE COURT OF THE L.D. DISTRICT DELEGATE (CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION) MISC JUDICIAL (SUCCESION) CASE NO.062018. SRI ARUN SAHEWALA Petitioner, IT IS HEREBY PUBLISHED THAT Sri Arun Sahewala, Son of Late Mohan Lal Sahewala, resident of Bidhannagar, Post Office Bidhannagar, District Durgajail has filed an application u/s. 276 of Indian Succession Act, 1925 praying for grant of probate of the Will of Late Bhagwati Devi Sahewala, Wife of Late Mohan Lal Sahewala, resident of Bidhannagar, Post Office Bidhannagar, District Durgajail. Any Person having any interest in the property left by said Late Bhagwati Devi Sahewala may appear before the L.D. Court by self or through Lawyer on 12-10-18 at 10.30 A.M. and file objection, if any; in default the matter shall be heard and determined ex-parte.

By Order
Phulchand Thakur
29.09.18
Sherretadar
Civil Judge (Jr./Sr.) Division Siliguri